সমকাল

তারিখ 06 APR 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী শহরের

■ সমকাল প্রতিবেদক

মেডিকেলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে দিন দিন গ্রামের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে গত পাঁচ বছরে ভর্তি হওয়া শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী শহর এলাকার। এ ছাড়া মেডিকেলে ভর্তি হওয়া শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষার্থী ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান এবং বেশিরভাগ নারী। তারা গ্রামীণ পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত নয়। এ অবস্থায় সরকার চিকিৎসকদের গ্রামীণ জনপদে ধরে রাখার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে; তা বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য হতে পারে।

গোলটেবিলে উঠে এলো ৫ বছরের হিসাব

গতকাল শনিবার রাজধানীর এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ : মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে মানের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) নামে একটি বেসরকারি সংস্থা ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ডা. হুমায়ুন কবির তালুকদার। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও পিপিআরসির নির্বাহী সভাপতি হোসেন জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। আলোচনায় অংশ নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, বিএমডিসির সভাপতি অধ্যাপক ডা. এএসএম আহমেদ আমিন, বিএমএর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব, বিএমএর সভাপতি অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ইসমাইল খান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক আঞ্চলিক উপদেষ্টা অধ্যাপক এম মোজাহারুল হক, ব্র্যাকের ডা. সাদিয়া আফরোজ

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

ঢাকা মেডিকেল

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

চৌধুরী, পপুলার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক টিআইএমএ ফারুকী প্রমুখ। ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত প্রশ্ন তোলেন, কৃষকদের জন্য ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব খুলতে পারলে স্বাস্থ্যসেবার জন্য বীমা খোলা যাবে না কেন? অবিলম্বে স্বাস্থ্যবীমা খোলার উদ্যোগ নেওয়ার তাগাদা দেন তিনি।

মেডিকেল শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আলাদা করার সুপারিশ করে অধ্যাপক ডা. এএসএম আহমেদ আমিন বলেন, মেডিকেল শিক্ষায় উন্নতি করতে হলে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা আরও বাড়াতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হয়। মেডিকেলে তা ২০ শতাংশ। তা হলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদ পড়া শিক্ষার্থীরা মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে– এমন প্রশ্ন করেন তিনি। ইসমাইল খান বলেন, মেডিকেলে ভর্তিতে গ্রামীণ ও শহরে শিক্ষার্থী ভর্তি-বৈষম্যের বিষয়টি সরকারকে বিবেচনায় নিতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন নীতিমালায় ফাঁকফোকরের সুযোগ নিয়ে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। সংসদে আইন করে মানহীন মেডিকেল কলেজ স্থাপন বন্ধ করা হবে। মেডিকেলে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে তিনি বলেন, মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বিষয়টি নিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ভর্তির সর্বনিম্ন যোগ্যতা ১২০ নম্বর থেকে কমানো হয়নি। আগামী বছর থেকে সবার পরামর্শ নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নম্বর বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করার কথা জানান মন্ত্রী।